তারিখ 16 Jun 2008

শ্রেণীকক্ষ নেই, ঘুরে ঘুরে ক্লাস করে শিক্ষার্থীরা

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

শিক্ষক সঙ্কট, শ্রেণীকক্ষের অভাব, গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকা ও কম্পিউটার ল্যাবে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ থাকায় পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের (সিএসই) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীরা জানায়, বর্তমানে অনুষদটির চার ব্যাচে ৫০টি কোর্স চালু থাকলেও প্রভাষক পদমর্যাদার শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১০ জন। এদের মধ্যে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগে দুজন, কম্পিউটার ও যোগাযোগ কৌশল বিভাগে দুজন, তড়িৎ কৌশল - বিভাগে একজন, পদার্থবিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশল বিভাগে একজন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে দুজন এবং গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগে দুজন শিক্ষক রয়েছেন। তাছাড়া এদের মধ্যে দুজন শিক্ষক শিক্ষাছুটিতে থাকায় শিক্ষক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকে প্রতিটি ব্যাচের চার থেকে পাঁচটি কোর্স নেয়ার পর অবশিষ্ট কোর্সগুলো চলে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক ও কৃষি অনুষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষকদের দিয়ে।

তারা আরো জানায়, চারটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য মাত্র দুটি শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ থাকায় তাদের অধিকাংশ সময়ই এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে ঘুরে ঘুরে ক্লাস করতে হয়। তাছাড়া অনুষদের অবকাঠামোগত পরিকল্পনা অনুযায়ী কম্পিউটার গবেষণাগার, মাইক্রোপ্রসেসর গবেষণাগার, ডিজিটাল গবেষণাগার, হার্ডওয়্যার গবেষণাগার এবং তড়িৎ ও যন্ত্র গবেষণাগার স্থাপন করার কথা থাকলেও শুধু তড়িৎ ও যন্ত্র গবেষণাগারে সামান্য কিছু উপকরণ রয়েছে। তবে অন্যান্য গবেষণাগারের কোনো অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে অনুষদটির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন কমিউনিকেশন টেকনোলজি (পিজিডি ইন আইসিটি) বিভাগের কম্পিউটার গবেষণাগার ব্যবহার করা হচ্ছে। কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের শিক্ষার্থী শুক্লা দেবনাথ, তানিয়া ও রাশেদুল ইসলাম জানান, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে ধরনের অভিজ্ঞ (অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক) শিক্ষকের প্রয়োজন তা আমাদের অনুষদে নেই। শিক্ষকরা প্রত্যেকে চার-পাঁচটি কোর্স নেয়ার ফলে অনেক কোর্সই সঠিকভাবে শেষ হচ্ছে না।

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আগামী সেশনে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলে শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট ও শিক্ষক স্বল্পতা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের একাধিক শিক্ষক জানান, গত সেমিস্টারে একটি ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সম্পর্কিত কোর্স থাকার পরও ইন্টারনেট সুবিধা না থাকায় ঠিকভাবে কোর্সটি শেষ করা সম্ভব হয়নি। মোট শিক্ষক ১০ জন হলেও প্রকৃতপক্ষে কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ের শিক্ষক আমাদের সাতজনের মধ্যে দুজন শিক্ষাছুটিতে থাকায় অনেক কোর্সই ঠিকভাবে শেষ হচ্ছে না। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। সূত্র আরো জানায়, ২০০৩-০৪ সেশনে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কম্পিউটার প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি বিভাগের অনুকরণে ও একই কোর্স কারিকুলামে পবিপ্রবিতে এ অনুষদটি চালু হয়। ২০০৪ সালের জানুয়ারিতে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম ব্যাচে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শিক্ষক সঙ্কট থাকায় যথাসময়ে ক্লাস শুরু সম্ভব হয়নি। ফলে হতাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয় শিক্ষার্থীদের। ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনে পবিপ্রবির প্রথম উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হান্নান ভূঁইয়াকে অপসারণ করা হলে অনুষদটি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। দীর্ঘ ছয় মাস পর ২০০৪ সালের ১৫ জুলাই ক্লাস শুরু হয়। শুরুতেই তীব্র শিক্ষক সঙ্কট, ক্লাসরুম সঙ্কটসহ বিভিন্ন সমস্যায় অনুষদটির একাডেমিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হতে থাকে। পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ-উজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন। কিন্তু তিনি কম্পিউটার প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (সিএসই) অনুষদের উন্নয়নে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেননি। এ অভিযোগে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নামে। টানা এক মাস আন্দোলনের পর উপাচার্য ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নিয়ে নোটিশ দেন। শিক্ষার্থীদের দাবি অনুযায়ী উপাচার্য ড. ওয়াহিদ-উজ্জামান পরবর্তী সেমিস্টার নাগাদ প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, মাসিক বৃত্তি প্রদান, কম্পিউটার ল্যাবে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান, প্রয়োজনীয় গবেষণাগার স্থাপনসহ মাত্রাতিরিক্ত ক্রেডিট ফি কমানোর প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু প্রায় দু'বছরে বাস্তবে তিনি এ অনুষদের শিক্ষার্থীদের সমস্যার কোনো সমাধান করেননি। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের শেষ সময়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ-উজ্জামানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুমকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে মাসিক বৃত্তি প্রদান, কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ ও গবেষণাগারের জন্য কিছু উপকরণ কেনেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ বরাদ্দ, ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান ও সমৃদ্ধ গবেষণাগার স্থাপনের বিষয়ে তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেননি। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে তিনি কম্পিউটার ল্যাবের দুটি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সংযোগে সমস্যা থাকায় সে ইন্টারনেট একবারের জন্যও ব্যবহার করা যায়নি।

পবিপ্রবি কর্তৃপক্ষ জানান, ইতিমধ্যেই শ্রেণীকক্ষ ও আবাসন সঙ্কট নিরসনে নতুন একাডেমিক ভবন ও হল নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫৫ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া গবেষণাগার স্থাপনের জন্যও পাঁচ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত হলে শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট দূরীকরণ ও গবেষণাগার স্থাপন করা সম্ভব হবে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শুগিতাদেশ থাকার ফলে এখনই শিক্ষক সঙ্কট কাটানো সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।